

# একজন বাংলাদেশ বিদেষী ভারতীয়

ফরিদ আহমেদ

সম্প্রতি ভারতের মুম্বাইতে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরন ঘটিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা যার পরিনতিতে হতাহত হয়েছে অসংখ্য নিরীহ মানুষ। অন্য আর দশজন বিবেকবান মানুষের মতই আমিও শোকাহত এবং মর্মান্বিত এই কাপুরুষিত বর্বর আক্রমণে এবং প্রাণহানীতে। আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে এই হামলায় যারা হতাহত হয়েছেন সেই সমস্ত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের প্রতি। সেই সাথে চরম ঘৃণা সেই সমস্ত কাপুরুষ সন্ত্রাসীদের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে।

মুম্বাই বোমা বিস্ফোরনের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নমতের সম্পাদক বিপ্লব পাল ভিন্নমতে একটি লেখা লিখেছেন, যা নিয়ে ই-ফোরামগুলোতে বেশ হইচই হচ্ছে কিছুদিন ধরে। হই চই হওয়ার অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে। কেননা বিপ্লব পাল তার লেখায় মুম্বাই বোমা বিস্ফোরনের জন্য পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সরকারকে দায়ী করে এই দুই দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী ঘাটিগুলোতে ভারতের মিসাইল এবং বিমান হামলা চালানো উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লব পালের এহেন ফ্যাসিবাদী মতামতের জন্য দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বাংলাদেশীরা। আর সেই ক্ষোভ থেকেই অনেকেই প্রতিবাদ করছেন এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের। এর মধ্যে মুক্তমনার অন্যতম একজন মডারেটর জাহেদ আহমেদ তার লেখা ‘আসুন, খোলস ছেড়ে বের হই’ প্রবন্ধে বিপ্লব পালের স্বরূপ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। একজন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী এবং মানবতাবাদী হিসাবে জাহেদ খুব সঠিকভাবেই বিপ্লব পালকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে মোটেই ভুল করেনি।

বিপ্লব পালের আবির্ভাব আন্তর্জালে খুব বেশি দিন নয়, কিন্তু এর মধ্যেই বাংলাদেশী সচেতন লোকজনের মধ্যে চরম বাংলাদেশ বিদেষী হিসাবে তার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় নেয়নি। বিপ্লব পাল শুরু থেকেই অহেতুকভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে নানান ধরনের আবোল তাবোল প্রলাপ বকেছেন, যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ই-ফোরামে বিভিন্ন বাংলাদেশীর সঙ্গে তার তর্কও বিতর্ক হয়েছে। যদিও বিপ্লব সেই সমস্ত তর্ক বিতর্কে সব সময়ই বলার চেষ্টা করেছেন তিনি বাংলাদেশ বিদেষী নন, কিন্তু তার এই দাবি কখনোই খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি কারো কাছেই। অবশ্য পাওয়ার কথাও নয়। বিপ্লব পাল যে একজন প্রচন্ড রকমের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, বুকের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি সুগভীর ঘৃণা বহন করেন সেটা বোঝার জন্য বিরাট কোন পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোন সাধারণ পাঠক বিপ্লব পালের লেখা পড়লেই অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারবেন তিনি চরমভাবে মুসলিম এবং বাংলাদেশ বিদেষী। তার লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে মুসলমান এবং বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশীদের প্রতি চরম ঘৃণা আর অবজ্ঞা। শুধুমাত্র বাংলাদেশ বিদেষ থেকে, বাংলাদেশকে হয় প্রতিপন্ন করার জন্যই যে বাংলাদেশ বিষয়ক লেখালেখি বিপ্লব করে সে বিষয়ে মনে হয় কারোরই তেমন কোন সন্দেহের

অবকাশ নেই। নাহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে যার জ্ঞান শূন্যের কোঠায় সে কেন নিত্যদিন বাংলাদেশ নিয়ে শিশুতোষ হাস্যকর সব লেখা লিখতে যাবে।

জাহেদের লেখার প্রত্যুত্তরে বিপ্লব পাল জাহেদকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে তিনি কখনোই বাংলাদেশ আক্রমণ করতে বলেন নি বরং বলেছেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী ঘাটিগুলোতে আক্রমণ চালাতে। তার বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী ঘাটিতে আঘাত করা বাংলাদেশকে আক্রমণ করা এক জিনিস নয়। কি অসাধারণ, অদ্ভুত এবং উর্বর যুক্তি পাল বাবুর। একেবারে তার প্রিয় প্রভু বুশ প্রসাশনের মত। ইরাকে আক্রমণ করে লন্ডভন্ড করে দিয়ে দাবি করা যে ইরাকের জনগণকে স্বাধীনতা দিচ্ছে। যদিও ইরাকী জনগণ আদৌ এই স্বাধীনতা চায় কিনা সে বিষয়ে তাদের বক্তব্য শুনতে তারা একেবারেই নারাজ। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেই যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী ঘাটি আছেও, সেক্ষেত্রে কি ভারত পারে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর হামলা চালাতে। আন্তর্জাতিক আইন কানুন বলে কি কিছু নেই। নাকি পৃথিবীটা চলছে জংলী আইনে। অবশ্য যেহেতু বিপ্লব পালের প্রিয় বুশ প্রসাশন এবং ইজরায়েল (প্রিয় এই কারণে যে এ দুটোই মুসলমানদেরকে বেশ ভাল ধোলাই দিচ্ছে যা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে বিপ্লব পালদের মত কিছু বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন মুসলিম হেটাররা) কোন সভ্য আইন মানে না, কাজেই তিনি চান তার প্রিয় ভারত মাতাও তাদের মতই জংলী আইনের সুযোগ নিয়ে রাম ধোলাই দিক বাংলাদেশকে। সন্ত্রাসবাদী ঘাটি থাকলেই তাতে আক্রমণ করা যদি জায়েজ হয় তবে অনেক আগেই বাংলাদেশের উচিত ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী ঘাটিগুলোতে আক্রমণ চালানো। চাকমা শান্তিবাহিনীর প্রশিক্ষনসহ সমস্ত অস্ত্রের উৎস ছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনী (পাঠক, এ প্রসঙ্গে বলে নেই আমি কিন্তু চাকমাদের প্রতি প্রচন্ড রকমের সহানুভূতিশীল। আমরা বাঙ্গালীরা সংখ্যাগুরু হওয়ার সুযোগে তাদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন করেছি তার জন্য একজন বাঙ্গালী হিসাবে আমি রীতিমত লজ্জিত এবং সতত ক্ষমাপ্রার্থী আমার চাকমা ভাই বোনদের প্রতি।) ভারতের মাটিতে ঘাটি গেড়েই শান্তিবাহিনী আক্রমণ চালাতো বাংলাদেশে।

ভারতের সাম্প্রতিক এই বোমা হামলায় বাংলাদেশের জঙ্গিরা জড়িত কিনা তার সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য না জেনেই বিপ্লব পাল যেভাবে বাংলাদেশকে আক্রমণ করার ফতোয়া জারি করেছেন এবং তার হিজড়া ভারতমাতা তা না করায় যেভাবে মাতম করেছেন তাতে তার মানসিক সুস্থতা নিয়েই সন্দেহ আছে। বিমান বসু যখন মুম্বাই বিস্ফোরনের জন্য শিবসেনাকে দায়ী করলেন তখন বিপ্লব তাকে সংখ্যালঘু তোষনের দায়ে অভিযুক্ত করলেন। বিমান বসু মুসলমান বা বাংলাদেশকে দায়ী করলেই বিপ্লব পাল ঠিকই খুশিতে বগল বাজাতে শুরু করতেন এটা নিশ্চিত। আমাদের মুক্তমনার আরেকজন মডারেটর ভারতীয় নাগরিক মেহুল বিপ্লবের এই অসুস্থ চিন্তার প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে মুম্বাই বিস্ফোরনের হোতারা যেহেতু বিহার থেকে এসেছে কাজেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর উচিত বিহারে বন্ধি করা। দেখা যাক এক্ষেত্রে বিপ্লব পাল কি বলেন।

বিপ্লব পালের মতে বাংলাদেশের ২০০১ সালের নির্বাচনের সময়ই ভারতের উচিত ছিল বিএনপিকে সরিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো। কতখানি উন্মাদ হলে একজন লোকের পক্ষে এ ধরনের উক্তি করা সম্ভব। বিপ্লব পাল বোধহয় ভুলেই গেছেন যে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ। যত ছোটই হোক না কেন বাংলাদেশের মানুষ যে তাদের দেশটা নিয়ে অসম্ভব গর্বিত, স্বাধীন পরিচয় নিয়ে দীপ্ত অহংকারে চলাফেরা করে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের নোংরা নাক গলানো যে বাংলাদেশের মানুষ পছন্দ করবে না সেটাও বিপ্লব পালের অন্ধ চোখে ধরা পড়ে নি। বিপ্লব পালের এই বালসূলভ মন্তব্য শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের প্রতিও চরম অবজ্ঞাসূচক এবং অপমানজনক। ভাবখানা এই যে শেখ হাসিনা অপেক্ষা করে বসে আছেন ভারতের আশায় ক্ষমতায় বসার জন্য। আওয়ামী লীগ এখনো বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারীদের আশা ভরসার উৎসস্থল। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের হাত থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একাত্তর সালে বাংলাদেশের সমস্ত বাঙ্গালী একাট্টা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের বর্বর সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। শেখ হাসিনা নিজেও প্রায় পঁচিশ বছর ধরে জনগণের কাতারে গিয়ে রাজনীতি করছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য ভারতের সহযোগিতার তার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না। বিএনপি জামাতের সাথে আওয়ামী লীগের যে সমস্যা সেটি আমাদের বাংলাদেশের নিজস্ব সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান বাংলাদেশের মানুষই করতে পারবে, তার জন্য ভীনদেশের কোন আগ্রাসন বাংলাদেশের কেউই মেনে নেবে না, এমনকি ঘোর কটুর আওয়ামীপন্থি কোন ব্যক্তিও নয়।

বিপ্লব পাল আফসোস করছেন গত নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কিছু না করতে পারায়। কিন্তু পাল বাবু জানেন না যে গত নির্বাচনে বাংলাদেশে বিএনপি নির্বাচিত হওয়ায় ভারত সরকার কি নিদারুণ খুশি হয়েছিল। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশ থেকে স্বল্পমূল্যে গ্যাস আমদানী করতে পারবে এ ধরনের একটি গোপন চুক্তি বিএনপির সাথে নির্বাচনপূর্বে ভারত সরকারের হয়েছিল বলে অনেক পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছিল সেই সময়। তাইতো নির্বাচনের পর ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনারকেই সবচেয়ে বেশী তৎপর দেখা গেছে বিএনপির হাতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য। এখনো পুরনো পত্রপত্রিকা ঘাটলে এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পারবেন বিপ্লব পাল। বিএনপি সরকার তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভারতে গ্যাস রপ্তানী করতে পারেনি শুধুমাত্র ব্যাপক জনরোষের ভয়ে। গত আওয়ামী সরকারের সাথে ভারতের শীতল সম্পর্কের কথা বিপ্লব পাল যে জানেন না তা তার লেখা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় পাদুয়ায় বিডিআরের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিএসএফ এর শোচনীয় পরাজয় এবং অসংখ্য বিএসএফ জোয়ানের প্রাণহানীর অপমানের জ্বালা ভারত সরকারকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে দীর্ঘদিন। এছাড়া ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ানক চাপ সত্ত্বেও শেখ হাসিনার সরকার ভারতে গ্যাস রপ্তানীর ক্ষেত্রেও দ্বিধাহীনভাবে অনিচ্ছুক ছিল।

আমি নিশ্চিত, আমার এই লেখার পরই বিপ্লব পাল প্রতিবাদ করবেন এই বলে যে তিনি বাংলাদেশের জনগণের বিপক্ষে নন, বরং বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিপক্ষে। সরকার বা রাজনৈতিক দলের বিপক্ষে যে কেউই হতে পারেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারের বিপক্ষে হলেই সেই দেশে আক্রমণ চালানোর পক্ষে মতামত দেওয়া যাবে এমন কোন যুক্তি পৃথিবীর কোন সভ্য আইনে লেখা আছে বলে আমার জানা নেই। পাল বাবু হয়তো বলবেন বিএনপি-জামাত সরকার সন্ত্রাসবাদী সরকার, বাংলাদেশের লোকজনের উপর অত্যাচার করছে। সেক্ষেত্রেও আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটি আমাদের ঘরোয়া সমস্যা, আমরা নিজেরাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবো। পাল বাবুদের মতো বাংলাদেশ বিরোধী এবং বাংলাদেশ ঘৃণাকারীরা এখানে নাক না গলালেই আমরা খুশি হবো। আর সন্ত্রাসবাদী কোন দেশ যদি উপমহাদেশে থেকে থাকে তবে সেটি অতি অবশ্যই বিপ্লব পালের ভারত মাতা। প্রতিটা প্রতিবেশীর সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক ভারতের। শক্তির ভক্ত আর নরমের যম হচ্ছে ভারত নামের অদ্ভুত এই দেশটি। একদিকে প্রভুভক্ত কুকুরের মত শক্তিশালী চীন এবং আমেরিকার পা চাটতে চাটতে জিহবার চামড়া তুলে ফেলছে, আবার অন্যদিকে বাংলাদেশ বা নেপালের মত দুর্বল প্রতিবেশীর প্রতি সেকি হুম্বি তম্বি এই কাণ্ডজে বাঘের।

বিপ্লব পালের মত আরো কিছু ভারতীয় নাগরিক যারা তাদের অন্তরে বাংলাদেশের প্রতি নিদারুণ ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, আক্রোশ এবং অন্ধ ঘৃণা পুষে রেখে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি একের পর এক অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে যাচ্ছেন তাদেরকে করুণা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না আমি।

জাহেদ তার লেখায় বিপ্লব পালকে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেছে। কিন্তু আমার কাছে কখনোই বিপ্লব পালকে খোলস পরা মনে হয়নি। তার লেখা থেকেই পরিস্কারভাবেই ধরা পড়ে তার মুসলিম এবং বাংলাদেশ বিদ্বেষের নগ্নরূপ। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু অসংলগ্ন যুক্তির মাধ্যমে পাল বাবু চেষ্টা করেন খোলসের আড়ালে যেতে, তবে সেটা হয় শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত অবস্থা।

বিপ্লব পালদের মত এই সব রক্তলোলুপ হিংস্র হায়েনাদের ভয়ংকর থাবা এড়িয়ে নিরাপদে থাকুক আমার প্রিয় জন্মভূমি।

ক্যালগারি, ক্যানাডা।

farid300@gmail.com